গোপন বেতারে শেখ মুজিবের স্বাধিনতার ঘোষনা

বাহ্‌জাদ আহমেদ

গত ১৬ ডিসেম্বর "আমার দেশ" পত্রিকায় জনাব মনসুর মুসা সাহেবের "একটি ঐতিহাসিক ঘোষনা ও বিসংবাদী সাংবাদিকতা" পড়ছিলাম। লেখাটি নিংসন্দেহে সুস্থ মানসিকতা ও খোলা মন নিয়ে লেখা হয়েছে, যা সচরাচর হয়না। তবে লেখাটি পড়ে আমার মনে হয়েছে জনাব মুসাসহ অনেকেরি জানা নেই যে বঙ্গবন্ধুর গোপন বেতারের কথা। জনাব মুসা ১৯৭১ এর ২৭ মার্চ তারিখে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত যে সংবাদে 'শেখ মুজিবর রহমান' এবং শুধু 'রহমান' উল্লেখ করা হয়েছে, তা জনাব মুসা, শেখ মুজিবরের বদলে জিয়াউর রহমানের বলে দাবী করেছেন। এমনকি শুধুমাত্র জিয়াউর রহমানের ঘোষনা উল্লেখ করার সময়ও এই 'দি স্টেটসম্যান' এর কথা উল্লেখ করা হয়। বিনয়ের সাথে মুসা সাহেবসহ অন্যান্য সকলকে বলছি যে আপনারা একটি তথ্য ঘাটতিসহ বিভ্রান্তিতে আছেন।

শুর"তেই দুই কথা বলে রাখি। প্রয়সই ধরে নেয়া হয় যে শেখ মুজিবের সকণ্ঠে কোন ঘোষনা ছিলনা আর জিয়াউর রহমানের ঘোষনাটির রেফারেন্স হ"ছে ২৭ মার্চের 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা। বাস্বে দুটি ধারনাই সম্স্লুর্ন ভুল। প্রথমে বলে রাখি মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম ঘোষনাটি পাঠ করেছিলেন ১৯৭১ এর ২৭ মার্চ সন্ধ্যে ৭.৩০ মিনিটে। তাহলে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার ২৭ মার্চ ইস্যুতে তা আসবে কি করে? সুতরাং জিয়াউর রহমান এর ঘোষনার রেফারেন্স হিসেবে 'দি স্টেটসম্যান' এর উল্লেখ করা একটি মারাত্মক ভুল। তাছাড়া 'দি স্টেটসম্যান' এর সংবাদের বর্ণনা মুসা সাহেবের লেখায় উল্লেখিত জিয়ার ঘোষনার রিফলেকশন বহন করেনা, যত না করে শেখ মুজিবরেরটা।

এবার আসা যাক শেখ মুজিবের ঘোষনার কথা। এটা অনেকেরই জানা নেই যে, শেখ মুজিব তার ২টি লিখিত ঘোষনা ছাড়াও সকণ্ঠে একটি প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বাজিয়ে ছিলেন একটি হ্যান্ডি ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে, যার সঠিক অবস্থান জানা গিয়েছিল স্বাধিনতার পর। এই প্রি-রেকর্ডেড মেসেজটি টিক্কা খান সহ অনেকেই শুনেছিলেন এবং এর বিষদ উল্লেখ আছে ডেভিড লসাকের 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' বইতে। অবশ্য লসাক তার বইতে ট্রান্সমিটারটির অবস্থান উল্লেখ করতে পারেননি, যা আদৌ সম্ভব ছিলনা। আমি বইটি থেকে ঐ বিশেষ অংশ স্ক্যান করে অ্যাট্যাচ করে দি"ছি।

তবে এটাও ঠিক 'দি স্টেটসম্যান' যে সংবাদ প্রকাশ করেছিল তার সঠিক উৎস কি ছিল তা বলা কঠিন। উৎস্যের একটি হাতে পারে প্রি-রেকর্ডড মেসেজ, ইপিআর থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অথবা 'স্বাধিন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, যা এমএ হান্নানসহ অনেকে পাঠ করেছিলেন। যেহেতু ২৫ মার্চ রাতের পর পিটিআই, ইউএনআই ও বিবিসিসহ অন্যান্য সংবাদ মিডিয়ার জানা ছিলনা শেখ মুজিবের সঠিক অবস্থান এবং যেহেতু স্বাধিন বাংলা বেতার থেকে বলা হ"ছিল যে শেখ মুজিব তাদের সংগেই আছেন, তাই শেখ মুজিবকে উল্লেখ করে 'দি স্টেটসম্যান' তাদের সংবাদ প্রচার করে। তাছাড়া এমএ হান্নান যে ভরাট গলায় শেখ মুজিবের ঘোষনা পাঠ করেন তা আগরতলা থেকে খুব বেশী জোরে শোনা যা"ছিল না। স্বাধিন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রেঞ্জ ছিল বড় জোর ৩০ মাইল ব্যাসের এবং পিটিআই, ইউএনআই ও বিবিসিসহ অনেক সংবাদ দাতা তখন আগারতলায় অবস্থান করছিলেন। আর এ সমন্ধে বিষদ লিখতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে এ লেখা প্রকাশে। এ নিয়ে আমি ইংরেজীতে ও বাংলায় বেশ কিছু লেখা ইতিমধ্যে লিখেছি, তাই গত ফেব্র"য়ারী-মার্চ মাসে প্রকাশিত আমার একটি লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি সত্য ঘটনা জানাবার জন্য।

...এমএ হান্নান অবশ্যই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে একটি ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। তারিখটা ছিল ২৬ মার্চ এবং সময় ছিল দুপুর ২.৩০ মিনিট। এটা ঠিক যে, এ ঘোষণা খুব কম সংখ্যক মানুষ শুনেছিল। যদিও ঐ দিন ঐ ঘোষণা আরো কয়েকবার পুনঃপ্রচার করা হয় – যারা এই ঘোষণা শুনে উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মীর শওকত একজন, তিনি ১৫ খন্ডের স্বাধীনতার ইতিহাসে খুব উদাত্তকণ্ঠে ঐ ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অল্প সংখ্যক মানুষ শোনার কারণ হ'ছে ঐ সময় মানুষ হয় ঢাকা, নয়তো আকাশবাণী বা বিবিসি বেশি শুনছিল দেশের অবস্থা জানার জন্য। তখনও মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচার সম্বন্ধে অবগত ছিল, তবে তারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্বন্ধে অবগত হন আকাশবাণী থেকে ২৬ মার্চ রাতে ও ২৭ মার্চ সকালে। পিটিআই-এর সংবাদদাতা অনিল ভট্টাচার্যের বরাত দিয়ে বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের কথা জানানো হয় আকাশবাণীতে এবং ভারতীয় পত্রিকায়। এমনকি ২৬ মার্চের রাতে বিবিসি থেকেও বঙ্গবন্ধুর গোপন বেতার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলা হয়। অবশ্য তখনও জিয়া বা তার ঘোষণা সম্বন্ধে মানুষ কিছুই জানতো না। কারণ জিয়া ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে তাঁর প্রথম ঘোষণা পাঠ করেন। এটা কোনভাবেই ঠিক নয় যে জিয়ার ঘোষণার বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এবং বিবিসি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম প্রচার করে। প্রকৃত পক্ষে পিটিআই এবং পুর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক সংবাদদাতারা প্রথম ঘোষণা পায় বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকেই।

...বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঘোষণা প্রদানের পরিকল্পনা এবং ধরন একটু ভিন্ন হওয়ায় অনেকে এই ঘোষণা হয়তো মিস করেছেন। তাছাড়া ঘোষণার বিষয়ে আগে থেকে কোনো প্রচারণা না থাকায়, ঘোষণা কিভাবে দেয়া হবে তা জানা না থাকায় এবং পাক বাহিনীর আক্রমণে মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানোর কারণে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা না শোনাটাই স্বাভাবিক। তবে বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন দেশী বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলো জানুক যে "বাংলাদেশ ডেমক্রেটিক রিপাবলিক হয়ে গেছে"। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও যুদ্ধ ঘোষণা গিয়েছিল পৃথক পৃথক ভাবে এবং একাধিক মাধ্যমে। খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করছি এখানে।

প্রথমেই বলে রাখি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। তবে তা তাঁর ৬ দফার বাইরে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ৬ দফার ভিত্তিতে পুর্ব পাকিস্তানকে কনফেডারেশনে পরিণত করা এবং পরবর্তীতে নিজেরা মিলে স্বাধীনতা পুর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। আর এ লক্ষ্যেই তিনি অপেক্ষা করেছিলেন ২৫ মার্চ পর্যন্ত, কারণ ইয়াহিয়া খাঁন কথা দিয়েছিল যে ঐ তারিখের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যাতেও আশা করেছিলেন ইয়াহিয়া খাঁন একটি এলএফও পাঠাতে যা'ছে। তবে তাঁর আশঙ্কাও ছিল যে, পাকিস্তানিরা ক্রাকডাউন করতে পারে বাঙালীদের দমাবার জন্য। সে জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন। কিভাবে যুদ্ধ শুর" হবে, যুদ্ধে কয়টা সেক্টর থাকবে, কে মুক্তিযুদ্ধে কমান্ডার হবেন ইত্যাদি (সিদ্দিক সালিকের "হুইটনেস টু স্যারেন্ডার" পড়ন)। আর তিনি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন পাক বাহিনীর আক্রমণের পর – এটাই ছিল তাঁর স্ট্রাটেজি। যাতে বিশ্ববাসী বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে বি'ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত না করতে পারে। ক্র্যাকডাউন করে পাকিস্তানিরা সত্যিই ভুল করেছিল এবং ডিপ্লোম্যাটিকেলি বঙ্গবন্ধু যে জয় অর্জন করেছিলেন তা অতুলনীও। আর এ জন্যে আজ আমরা স্বাধীন (প্লিজ দয়া করে বলবেন না যে হঠাৎ এক অপরিচিত মেজরের ডাকে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানিরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে – এটা অবা¯ব)।

এবার ঘোষণার বিষয়টায় আসি। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা এবং মেসেজ গিয়েছে একাধিক বার। বঙ্গবন্ধু মেসেজ আকারে প্রথম যে বক্তব্য দেন সেটাই আসল ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সিনিয়র সহকর্মীরা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে আলোচনা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানি জান্তা ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাতে পারে। ভারতের কাছ থেকেও সে রকম তথ্য ছিল এবং সে জন্য বঙ্গবন্ধুকে ভারত গ্রীন সিগন্যাল দিয়ে রেখেছিল যে আক্রান্ত হলে মুক্তিযুদ্ধ শুর" করে দিতে (মুলধারা '৭১ দ্রষ্টব্য)। তাই অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনা অনুসারে একটি প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বা ঘোষণা তৈরি করা হয়। এ বিষয়টি বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু'চার জন ছাড়া কেউ জানতো না। ২৫ মার্চ রাতে যখন প্রকাশ হয়ে পড়লো যে ইয়াহিয়া

খাঁন বাঙালী জাতিকে ব্লাফ দিয়ে পালিয়েছেন এবং বাঙালী নিধনের নির্দেশ দিয়েছেন, তখন বঙ্গবন্ধুর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর কি কি ঘটেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্ল্যান মতো সিনিয়র কর্মীদের ঢাকা ত্যাগ করে ভারত চলে গিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুর" করতে বললেন। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় অনেকে তাঁর এই নির্দেশ পেয়েছিল, তাঁদের সাথে কথা বললেই হয় (এখন যারা বেঁচে আছেন তাঁদের নাম বলে দি"ছি, তাঁদের সাথে কথা বলুন – আতাউস সামাদ, খন্দকার মো: ইলিয়াস, নায়ীম গওহর, প্রাক্তন জ্বালানি ও খনিজ সম্স্লদ মন্ী মোশাররফ হোসেন এবং আরো অনেকে)। এরপর তিনি নায়ীম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মাধ্যমে টেলিফোনে বার্তা পাঠান চট্টগ্রামে জহুর আহম্মদ ও এমআর সিদ্দিকের কাছে। এই মেসেজে চট্টগ্রাম মুক্ত করে কুমিল্লা পর্যন্ চলে আসার নির্দেশ ছিল। এরপর ঘটে বাঙালীর ইতিহাসে সবচেয়ে অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ বাজানো হয় বলধা গার্ডেন থেকে। তখন ২৫ মার্চের রাত গড়িয়ে ১১.৩০ মিনিট হয়ে গেছে। এই মেসেজটিই হ"ছে স্বাধীনতার ঘোষণা যা বাংলাদেশ ডকুমেন্ট হিসেবে ভারতে সংরক্ষিত আছে এবং স্বাধীনতার দলিলে জিয়ার সময় অন্ভুর্ক্ত করা হয়। এটা কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল তা বলে নেই যা অনেকে জানেননা বা জানার সুযোগ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর গোপন নির্দেশে বলধা গার্ডেনে একটি হ্যান্ডি ট্রান্সমিটার সেট করা হয় এবং রেডিও পাকিস্তান ঢাকার খুব কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সিতে তা প্রচার করা হয় যাতে যারা রেডিও পাকিস্তান ঢাকা শুনবে তারা ঐ ঘোষণাও শুনে ফেলবে। বঙ্গবন্ধুর আসল উদ্দেশ্য ছিল আন্র্জাতিক যে ব্যক্তিরা ঢাকায় আছেন তারা যেন বিষয়টি জেনে যান। তখন ঢাকায় ছিলেন দি ডেইলি টেলিগ্রাফের ডেভিড লসাক, তিনি এ ঘোষণা শুনে ছিলেন এবং তাঁর বই "পাকিস্তান ক্রাইসিস"-এ উল্লেখ করেছেন (অ্যাট্যাচ করছি)।

reaches of the province. They were sustained, for a time, by the broadcasts of the clandestine 'Radio Bangla Desh'. Soon after darkness fell on March 25, the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through on a wavelength close to the official Pakistan Radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangla Desh. He called on Bengalis to go underground, to reorganize and to attack the 'invaders'. And he claimed to be 'as free as Bangla Desh'— a tragically true claim, for he was in prison. But it was a claim which fired the resolve of the Mukti Fouj in those early, fraught weeks before they succumbed to the legions of the West. Radio Bangla Desh continued to broadcast, but its claim grew wilder

এই ঘোষণা ঢাকার অনেক উ"চ পদস্থ কর্মকর্তাসহ টিক্কা খান এবং তার সহকর্মীরাও শুনেছিল (মুসা সাদিক ও রেজাউর রহমানকে জিজ্ঞাসা কর"ন)। আর এই ঘোষণারই মেসেজ ইপিআর পাঠানো শুর" করে মধ্যরাতের পর থেকে, অর্থাৎ তখন ২৬ মার্চ শুর" হয়ে গেছে। বস্তুত ম্যাস পিপল এই ঘোষণা যখন রিসিভ করেছে তখন ২৬ মার্চ হয়ে যাওয়া আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ। এই ঘোষণার কথা ইয়াহিয়া খাঁনও তার পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত শ্বেতপত্রেও উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাটি ছিল এই রকম- দিস মে বি মাই লাস্ট মেসেজ, ফ্রম টুডে বাংলা দেশ (আলাদা শব্দ) ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট...। এ ছাড়া ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে যখন জানা গেল পাক বাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ইপিআর এবং অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করেছে তখনি বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ ঘোষণার আর একটি মেসেজ ডিকটেট করেন এবং এটাও ইপিআর এর মাধ্যমে পরবর্তিতে পাঠানো হয়। এই মেসেজটি ছিল এ রকম- পাক আর্মি সাডেনলি এট্যাক্ট ইপিআর বেইস এ্যাট পিলখানা এন্ড রাজারবাগ পুলিশ লাইন কিলিং সিটিজেন্স... (রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার পড়ন)। অর্থাৎ দেখা যা"ছে বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ে বেশ কটি মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, এর মধ্যে দুটি ছিল সারা দেশে আর ছোটখাট ইন্সট্রাকশন আকারে নাইম গওহর এবং মোশাররফ হোসেনের মারফত টেলিফোনে চট্টগ্রামে – যার কথা আমি আগে বলেছি। যেহেতু একাধিক মেসেজ চট্টগ্রামে গিয়েছিল চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে এক হাত থেকে আরেক হাতে এবং যেহেতু তখনকার দিনে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অত উন্নত ছিল না, তাই স্বাভাবিক ভাবে মেসেজের শব্দগুলির বিন্যাস বা সঠিকতা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, আর তাই জহুর আহমেদের কাছে রক্ষিত মেসেজগলি বঙ্গবন্ধুর পাঠানো মেসেজ থেকে হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এর ফলে আসল ইন্সট্রাকশনের মর্মার্থ বুঝতে কারো এক বিন্দুও অসুবিধা হয়নি। তাইতো স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ লাউডস্পিকারে

(মাইকিং করে) এবং এমএ হান্নান স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে দুপুর ২.৩০ মিনিটে প্রথম প্রচার করেন। শুধু তাই নয় আবুল কাশেম সন্দীপ বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে জনগণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রচার করেন (কথা বলুন- বেলাল মোহাম্মদ, মুসা সাদিক ও আরো অনেকে)। মোদ্দাকথা হলো বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল এটা বাস্ব সত্য এবং চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিআরের মাধ্যমে মেসেজ চলে যায় এবং মাইকিং করে জনগণকে জানানো হয়। আপনাদের জন্য কিছু রেফারেন্স দিয়ে রাখছি কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই, কারণ এখানে এতো কিছু লেখা সম্ভব নয়। দয়া করে পড়ন ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস, সিদ্দিক সালিকের হুইটনেস টু স্যারেন্ডার, আমেরিকান স্পুট রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, টিক্কা খাঁনের ইন্টারভিউ, রবার্ট পেইনের ম্যাসাকার, ২৬ ও ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ প্রচারিত আকাশবাণী ও বিবিসির খবরের স্ক্রিপ্ট, আরো অনেক আছে। সুতরাং বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি এ কথা আর বলার অবকাশ নাই। অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে যে ঘোষণা সত্যায়িত করেছিলেন তা সরকারি দলিলে স্থান পায়নি কেন? এর কোনো উত্তর নেই, দলিলে অন্ভর্ুক্ত করলেই হলো। তবে বঙ্গবন্ধুর সত্যায়িত করা ঘোষণাটি আসলে ছিল যুদ্ধ ঘোষণার মেসেজ যা তিনি ড. মাযাহার, তাজউদ্দিন, ওসমানী ও আরো কয়েক জনের সামনে বসে লিখেছিলেন। কিন্তু এই মেসেজ প্রচারিত হওয়ার আগে প্রচারিত হয় প্রি-রেকর্ডেড ঘোষণা যা ভারতসহ বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত আছে। সবচেয়ে বড় কথা হ'ছে এই প্রি-রেকর্ডেড মেসেজের উল্লেখ আছে ডেভিড লসাকের পাকিস্তান ক্রাইসিস বইতে। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন এবং কিছু দিন পর লন্ডনে ফিরে এই বইটি লেখেন। এই বই যখন প্রকাশিত হয় তখনো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। সুতরাং এই বই-এর তথ্য অন্ত বানোয়াট বলার কোনই অবকাশ নেই (আশ্বস্ করছি যে বইটি আমি লন্ডনের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছি)। তবে ২৭ মার্চ ভারতের স্টেটসম্যান পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছিল তা ছিল বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিফলন।

...এটা অবশ্য সঠিক যে জিয়ার ঘোষণাই মানুষ বেশি শুনেছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যে দাবি করা হ'ছে যে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তা সম্স্লুর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ সবচেয়ে প্রথম ঘোষণা হ'ছে বঙ্গবন্ধুর প্রি-রেকর্ডেড মেসেজ যা বলধা গার্ডেন থেকে প্রচারিত হয় ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে। হোক না সেটা খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষ শুনেছে। এর পর আসে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ২৬ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে এমএ হান্নানের বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা। শুধু তাই নয় কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে আবুল কাশেম সন্দীপ বিপ্লবী ঘোষণা দেন যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন (আপনাদের আশ্বস্ করছি এই বলে যে আমার কাছে এই ঘোষণার রেকর্ড আছে)। শুধু তাই নয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এও প্রচার করা হয় যে বঙ্গবন্ধু তাদের সঙ্গে আছেন এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব দি'ছেন। এমন কি জিয়াও তাঁর ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন। এর অর্থ এই যে, বঙ্গবন্ধু ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্ভব ছিল না, আর এ জন্য কৌশল করে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল। আর একটা কথা বলে রাখি যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছাত্র ইউনিয়নের কিছু বিপ্লবী কর্মী, চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মচারি, কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এবং আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিএনপি-র কিছু ব্যক্তি বলে বেড়ান যে জিয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা এটা প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীনতার ঘোষণা বিশ্বকে জানানোর জন্য – এটা সম্স্লুর্ণ কল্পনাপ্রসুত গল্পের কথা। আসল ঘটনা হ'ছে যে জিয়া এবং তাঁর ফোর্স প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে পিছিয়ে পটিয়া চলে আসেন। তখন তাঁকে অনুরোধ করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাহারা বসানোর জন্য। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা বেলায় জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পরিদর্শনে এলে বেলাল মোহাম্মদ তাঁকে অনুরোধ করেন যে সসস্ বাহিনীর পক্ষ থেকে জিয়া যেন একটি ঘোষণা দেন। জিয়া অত্যন্ আগ্রহের সাথে একটি ঘোষণা লেখেন এবং তা প্রচার করেন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে (মমতাজ উদ্দিনও সামনে ছিলেন)। এই ঘোষণার প্রথম লাইন হ'ছে- আই মেজর জিয়াউর রহমান ডু হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দি ইনডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ অন বিহাফ অফ আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান... (পড়ন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"-বেলাল মোহাম্মদ)। এর পর আরো আছে, শুনতে চাইলে লিখুন শুনিয়ে দেব। সত্যি কথা বলতে কি জিয়ার ঘোষণায় অনেক

বিদ্রোহী বাঙালী সৈনিকরা দার"ণভাবে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা নিশ্চিন্ মনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ভেবে যে, বঙ্গবন্ধুর নেতুত্বে যে পলিটিক্যাল ওয়ার শুর" হয়েছে তাতে বাঙালী সৈনিকরাও যোগ দিয়েছে।

...আবারো বলছি বঙ্গবন্ধু অবশ্যই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এই ঘোষণা সারা দেশে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর উদ্যোগে। যেমনি জিয়া করেছিলেন কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে জনগণের অনুরোধে। আর পরিশেষে বলতে চাই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার ও স্থপতি নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর কাতারে দাঁড়াবার কারোই যোগ্যতা নাই, সে যতো বড়ই ব্যারিস্টার বা পিএইচডি-ধারী হোক না কেন। জিয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। এই বিশ্বাস আমরা যারা নোংরা পলিটিক্স করিনা কিন্তু ইতিহাসে আস্থা রাখি তারা মনেপ্রাণে ধারণ করি। সুতরাং জিয়াকে টেনে হিঁচড়ে বঙ্গবন্ধুর কাতারে আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন এবং ইতিহাসকে চলতে দিন তার নিজস্ব গতিতে। কারণ আমাদের ইতিহাস আমাদের গৌরব। মনে রাখবেন মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই আমাদের সত্তার জলাঞ্জলি দেয়া।

সবিনয়ে আশা করব উপরল্লেখিত আলোচনা আপনাদের তথ্য ঘাটতি ও বিভ্রান্তি দুর করবে এবং নিশ্চিত করবে যে 'দি স্টেটসম্যান'-সহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে ২৭ মার্চ ১৯৭১এ যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল তা সবটুকুই শেখ মুজিবর রহমানের।

(লেখক একজন পলিটিক্যাল এ্যানালিস্ট। ই-মেইল: truthseeker_1971@yahoo.com)